ভুবনেশ্বর-উমরানদের দুরন্ত বোলিংয়ে

হায়দরাবাদের কাছে হার বির

লিগ টেবিলে তিন নম্বরে থাকা দল, অন্যদিকে লিগ টেবিলের লাস্ট বয়। কিন্তু আইপিএলের যুদ্ধে তৃতীয় স্থানে থাকা আরসিবিকেই বুধবার হারিয়ে দিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ম্যাক্সওয়েলের দুরস্ত ইনিংস কিংবা শেষদিকে এবি ডি"ভিলিয়ার্সের দুরন্ত চেষ্টাও বিরাটদের জেতাতে পারল না। বলতে গেলে কেন উইলিয়ামসনের দুরন্ত থোমে ম্যাক্সওয়েলের আউটটাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আর শেষপর্যন্ত হায়দরাবাদের দেওয়া ১৪২ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ১৩৭ রানে থামল ইনিংস। ব্যাঙ্গালোরের উইলিয়ামসনরা ম্যাচ জিতলেন চার রানে। ফলে আইপিএলে ১০০ তম

এদিন টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর অধিনায়ক বিরাট কোহলি। আর শুরুতেই অধিনায়কের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করেন গার্টন। ১৩ করে ফেরেন হায়দরাবাদের ওপেনার অভিষেক শর্মা। এরপর অবশ্য দলের হাল ধরেন আরেক ওপেনার জেসন রয় এবং অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। দুজনে মিলে ওই উইকেটে ৭০ রানও যোগ করে ফেলেন। শেষপর্যস্ত এই জুটি ভাঙেন হর্ষল প্যাটেল। ৩১ রানের মাথায় তাঁর বলে বোল্ড হন উইলিয়ামসন। এরপরই ম্যাচে ফেরে আরসিবি।

জয় অধরাই রইল আরসিবির।

গতিও আর ধরে রাখতে পারেনি হায়দরাবাদ। উলটে বেশ কয়েকটি উইকেট হারায় তাঁরা। এর ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে সাত উইকেটে তোলেন উইলিয়ামসনরা।দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান জেসন রয়ের (৪৪)।

পান হর্ষল প্যাটেল। এছাড়া ড্যান ক্রিশ্চিয়ান দৃটি উইকেট পান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভারেই অধিনায়ক বিরাট কোহলির (৫) উইকেট হারায় আরসিবি। দ্রুত ফেরেন ক্রিশ্চিয়ানও (১)। এরপর

ওভারে ৩৩ রান দিয়ে তিন উইকেট ক্রিজে ছিলেন না। কিন্তু এরপরই দেবদূত পাড়িক্কলকে সঙ্গে নিয়ে পালটা লড়াই শুরু করে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। একদিক থেকে স্টাইক রোটেট করতে থাকেন পাড়িক্বল। অন্যদিকে, দ্রুত গতিতে রান

●এরপর দুইয়ের পাতায়

টি-২০ তে ৪০০ ছক্কার

রেকর্ড হাঁকালেন রো

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর।। আইপিএলেও অনন্য ছন্দে রোহিত 'হিটম্যান' শর্মা। আমিরশাহীতে ব্যাট হাতে পরিচিত বিস্ফোরক মেজাজে দেখা না গেলেও, ওপেনিংয়ে নেমে বরাবর দলকে ভরসা যোগাচ্ছেন তিনি। শুধু তাই নয়, গডছেন একাধিক চমকে দেওয়ার মতো রেকর্ডও। মঙ্গলবারও, আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলে এমনই আরেক অভাবনীয় রেকডে নাম তুলে ফেললেন হিটম্যান। মঙ্গলবার রাজস্থান রয়্যালসকে ৮ উইকেটে হারিয়ে ফের প্লে-অফের দৌডে নিজেদের জায়গা মজবুত করে রোহিতের মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। আর এই ম্যাচেই নিজের টি-২০ ক্যারিয়ারের এক দুর্দান্ত কৃতিত্বের অধিকারী হলেন হিটম্যান। প্রথম

ভারতীয় ব্যাটার হিসাবে টি-২০

ক্রিকেটে ৪০০টি ছয় মারার নজির গডলেন তিনি। রাজস্থানের বিরুদ্ধে শ্রেয়স গোপালের প্রথম ওভারেই ছয় মেরে রোহিত কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে ৪০০ ছক্কার মাইলস্টোন স্পাশ কিরনে। ভারতের হয়ে ইতিমধ্যেই ১৩৩টি ছয় মেরেছেন রোহিত। আইপিএলে তাঁর নামের পাশে রয়েছে ২২৭টি ছকা। এছাড়াও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-২০ টুর্নামেন্টে ১৬টি ও বাকি ২৪টি ছয় ১৪

বছরের টি-২০ ক্যারিয়ারে প্রতিযোগিতা থেকে এসেছে তাঁর। রাজস্থানের বিরুদ্ধে রান তাড়া করতে নেমে ১৩ বলে ২২ রানের ইনিংস খেলে আউট হয়ে ফিরে গেলেও ততক্ষণে রেকর্ডে নামও লিখিয়ে নেন ভারতের এই তারকা ওপেনার।

আছেন তিনি মূলতঃ ব্যক্তিগত

বিশ্ব কুস্তির শেষ চারে ভারতের

সরিতা,অনশু

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর।। প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে রীতিমতো চমকে দিয়ে বিশ্ব রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ চারে পৌঁছে গেলেন ভারতের সরিতা মোর। পদকের স্বপ্ন দেখাচেছন অনশু মালিকও। ২০১৯ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনাজয়ী কুস্তিগির কানাডার লিন্ডা মোরেইসের বিরুদ্ধে বাউটটা সহজ ছিল না সরিতার। কিন্তু ম্যাটে অন্য ছবি দেখা যায়। লিভাকে তাঁর স্বাভাবিক খেলাটাই খেলতে দেননি সরিতা। নিজের ডিফেন্স চমতার সামলেছিলেন শুরু থেকে। যে কারণে ৫৯ কেজিতে অবশ্য শেষ পর্যন্ত ৮-২ ট্যাকটিক্যাল

জয় পান ভারতের মেয়ে।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, বিল্রান্ত হয়ে পড়েছেন।বলা হয়েছে **আগরতলা, ৬ অক্টোবর ঃ** রাজ্যের যোগা-কে জনপ্রিয় ও প্রসারিত করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্যদ স্বীকৃত এই স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে যোগাসনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। যোগাপ্রেমী মানুষ এটাই জানতো যে, রাজ্যের যোগাসনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনই সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। কিন্তু হঠাৎ করেই রাজ্যে গড়ে উঠে ত্রিপুরা যোগাসন স্পোর্ট স

অ্যাসোসিয়েশন। এরপর থেকেই যোগার সাথে জড়িত মানুষজন যে, এই অ্যাসোসিয়েশন নাকি জাতীয় যোগাসন স্পোর্টস ফেডারেশন স্বীকৃত। এই ফেডারেশন হলো কেন্দ্রীয় ক্রীডা ও যুব মন্ত্রকের অধীন। অর্থাৎ পরোপরিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এই ত্রিপুরা যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। স্পষ্টতই রাজ্যের যোগা শিবির এখন বিভক্ত হয়ে পডেছে। আপাতত করোনা এবং স্পোর্টস অ্যাক্টের জাঁতাকলে পড়ে রাজ্যের খেলাধুলা বন্ধ। সমস্যা দেখা দেবে যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। এতদিন ক্রীড়া পর্যদের আর্থিক সহযোগিতায় ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যভিত্তিক আসর

পরিচালনা করছে। এখন এই দায়িত্র কাদের দেওয়া হবে ? পর্যদের স্বীকত সংস্থা কিন্তু ত্রিপরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনই। জাতীয় আসরে দল পাঠানোর ব্যাপারেও সমস্যা দেখা দেবে। বস্তুতঃ এই সমস্যা শুধু ত্রিপরায় নয়, কেন্দ্রীয় স্তরেই বড আকার ধারণ করতে চলেছে বলে খবর। একদিকে যোগা ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া অন্যদিকে জাতীয় যোগাসন স্পোর্টস ফেডারেশন। শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার জন্য এই ধরনের ক্রীড়া সংস্থার আশ্রয় নেয়। আর বিল্রান্তিতে পড়ে খেলার সাথে যুক্ত লোকজন।

সঠিক গেম প্ল্যানিং-এ ফল্য আসতে পারে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর ঃ দল গঠন নিয়ে কিছু বিতর্ক হলেও সিনিয়র দলের সাফল্যের সম্ভাবনা উডিয়ে দিচ্ছে না ক্রিকেট মহল। দল গঠন থেকে শুরু করে সঠিক গেম প্ল্যানিং দলকে কিছুটা সাফল্য এনে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সৈয়দ মুস্তাক আলি টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেট দিয়ে মরশুম শুরু হবে। রাজ্য দল

কখনই এই প্রতিযোগিতার

একাদশ

নক্আউট ফুটবলের সেমি-তে তুফান

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৬ অক্টোবর ঃ আব্দুল মালিক নক্আউট ফুটবলের সেমিফাইনালে উঠলো অসমের তুফান একাদশ। বুধবার দক্ষিণ ফুলবাড়ি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত আসরের চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে হারিয়ে দিলো ধর্মনগরের সোনালী শিবিরকে। শুরু থেকেই টান টান উত্তেজনায় ভরপুর ছিল ম্যাচ। প্রথমেই গোল তুলে নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপায় দুইটি দল। বেশ কিছু সুযোগও তৈরি হয়। তবে দুই দলের স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে দুইটি দল। এই অর্ধে সোনালী শিবির ১-০ গোলে এগিয়ে যায়। গোল হজম করার পর অসমের দলটি আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। একের পর এক আক্রমণ তুলে আনে প্রতিপক্ষের বক্সে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের অন্তিমলগ্নে সমতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় অসমের দলটি। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফয়সালা হয়নি। ফলে টাইব্রেকারে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়। অসমের তুফান একাদশ টাইব্রেকারে বাজিমাত করে সেমিফাইনালে উঠলো। আগামীকাল প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ ফলছডি একাদশ বনাম

অসমের চাঁনমারি আনিপুর।

নকআউট পর্বে পৌছাতে পারেনি। তবে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু অঘটন ঘটাতে পেরেছে। এই বছরও সেই রকম কিছ ঘটার সম্ভাবনা উডিয়ে দিচ্ছে না ক্রিকেট মহল। গত বছর এই প্রতিযোগিতার সব কয়টি ম্যাচেই পরাস্ত হয়েছিল রাজ্য দল। মূলতঃ আইপিএল-র কথা মাথায় রেখে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি অনুষ্ঠিত হয়। করোনা আবহে অন্য কোন প্রতিযোগিতাই অনুষ্ঠিত হয়নি। এই বছরও ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের সামনে সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটের ক্রিকেটে নিজেদের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ এসেছে। প্রস্তুতির জন্য ব্যাঙ্গালুরু-র জাস্ট ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে দলকে পাঠানো হয়েছে। এই সুযোগটা যদি ক্রিকেটাররা নিতে পারে তবে

সাফল্য আসতেই পারে। পাশাপাশি আইপিএল দলগুলির নজরে পড়তে হলে এই প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগতভাবেও ক্রিকেটারদের ভালো খেলতে হবে। আপাতত ব্যাঙ্গালুরুতে অনুশীলন শুরু করেছে রাজ্য দল। মোট ২৩ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে অনুশীলন চলছে। পারভেজ সুলতান এদিনের অনুশীলনে দলের সাথে যোগ দিয়েছে এবং অজয় সরকার আইপিএল-র পর দলে যোগ দেবে। ক্রিকেট মহলের ধারণা, এই বছরের দলটি বেশ ব্যালেন্সড। স্থানীয় ক্রিকেটাররা যদি নিজেদের ঠিকভাবে মেলে ধরতে পারে এবং টিম ম্যানেজমেন্ট যদি একটি সঠিক গেম প্ল্যানিং তৈরি করতে পারে তবে কিছু সাফল্য পাওয়া অসম্ভব

ভিনরাজ্যের ক্রিকেটারদের নিয়ে এখনও বিশেষ আশাবাদী নয়। একমাত্র সমিত গোয়েল-ই কিছু করতে পারে বলে তাদের ধারণা। কেবি পবন-কে নাগাল্যান্ডের মতো রাজ্যও বাতিল করেছে। আর অন্যদিকে রাহিল শাহ দুই বছর আগেই অবসরে চলে গিয়েছিল। ফলে এই দুই ক্রিকেটারকে নিয়ে ক্রিকেট মহলে একটা দুশ্চিস্তা রয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা চাইছে, এবার মোক্ষম সময়ে জ্বলে উঠুক স্থানীয় ক্রিকেটাররা। যাতে রাজ্য দলের সাফল্যের পাশাপাশি তাদের সামনেও আইপিএল-র দরজা খুলে যায়। আরসিবি-র নেট বোলার

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ট গড়ার তোড়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. হয়েছে। বর্তমানে যারা টিসিএ-র আগরতলা, ৬ অক্টোবর ঃ টিসিএ-র বর্তমান কমিটির মেয়াদ আর কত দিন? রাজ্যের ক্রিকেট মহলে এনিয়ে জল্পনা বেড়ে চলেছে। একটা বিষয়ে সবাই এক মত যে, পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ এই কমিটি পুরো মেয়াদ থাকবে না। মূলতঃ রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাকে সামনে রেখে ২০১৯-র সেপ্টেম্বরে টিসিএ-র যে কমিটি গঠিত হয়েছিল সময়ের আবর্তে বোঝা গেলো যে, সেই কমিটি আদৌ যোগ্য ছিল না। ধরে সভাপতি এবং যুগ্মসচিব যেভাবে টিসিএ-তে নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন সেটা মানতে পারছে না কেউ। পাশাপাশি যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের কথা বলা হলেও বাস্তবে আপেকা কাউন্সিলের হাতে-গোনা কয়েক জন সদস্যই গুরুত্ব পায়। সিংহভাগ

নিয়ন্ত্রক রাজ্যের ক্রিকেটের উন্নতিতে এখনও তাদের কোন নেই। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অভিযোগ, রাজ্যের ক্রিকেট রীতিমত বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। এর দায় কোনভাবেই এডাতে পারেন না সভাপতি বা যুগাসচিব। শাসক দলের এক প্রভাবশালী নেতা তথা এক ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা নতুন কমিটি গড়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন বলে খবর। শাসক দলের জানা গেছে, শাসক দলের এক শীর্ষ মহলের সাথেও তার কথা প্রভাবশালী মহলও বর্তমান কমিটির হয়েছে। বিস্তারিতভাবে বর্তমান কাজকর্মে বীত্রশঙ্ক। গত ছয় মাস ক্রমিটির কাজকর্ম সম্পর্কে জানিয়েছেন তিনি। এমন আশঙ্কাও তিনি করেছেন যে. এভাবে চললে নাকি বিসিসিআই-র শাস্তির মুখে পডবে টিসিএ। রাজ্যের ক্রিকেটকে তিল তিল করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নতুন কমিটি গঠন জরুরি হয়ে পড়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শাসক সদস্যকেই গুরুত্বহীন করে রাখা দলীয় অনুগত অনেক আজীবন

সদস্যও বর্তমান কমিটির কাজকর্মে এতটাই বিরক্ত যে ক্রিকেট নিয়ে তারা কোন কথাই বলতে চান না। ঘরোয়া ক্রিকেট সংগঠনের ব্যাপারে তাদের বিপুল পরিমাণ ব্যর্থতা রাজ্য ক্রিকেটের সংকটকে আরও বাডিয়ে তুলেছে। সদরের ক্লাবগুলি দুই বছর ধরে মাঠে নামার সুযোগ পাচ্ছে না। আর্থিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্তও হচ্ছে। অথচ ঘরোয়া ক্রিকেট শুরুর ব্যাপারে তাদের কোন উদ্যোগই নেই। সচিব ছাড়া বেআইনিভাবে প্রায় সাত মাস কাজ চালিয়ে গেছে টিসিএ। নিয়োগ করতে পারেনি এক জন ন্যায় পাল। অ্যাপেক্স ক্রিকেটের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। কাউন্সিলের একাধিক সদস্য দুই বা তিনটি পদ আগলে বসে আছেন। এসব লোধা কমিটির সুপারিশকে মোটেই মান্যতা দেয় না। অথচ সভাপতি বা যুগ্মসচিবের এসবে কোন জ্রাক্ষেপ নেই। সভাপতি ৮০ শতাংশ সময় ব্যয় করছেন রাজনৈতিক কারণে। আর মজার ব্যাপার হলো, তাকে না জানিয়ে নাকি কোন সিদ্ধান্তও নেওয়া যায় না। কোষাধ্যক্ষ হিসাবে যিনি

কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত। তাকে নিয়ে

ক্রিকেট মহলে বেশি অভিযোগ নেই। চেক-এ সই করা ছাড়া তার নাকি আর কোন গুরুত্ব নেই।আরও এক জন আছেন সহ-সভাপতি। তিনি আবার রাজনীতির মাঠ-ময়দান গরম করে চলেছেন উত্যক্ত ভাষণে। রাজ্যের প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে শুরু করে ক্লাব কর্মকর্তা, আজীবন সদস্য প্রত্যেকের বক্তব্য, এদের দিয়ে রাজ্য ক্রিকেটের কোন উন্নতি হবে ? গত দুই বছরে উন্নতি দুরে থাক রাজ্য এই অবস্থায় বাজ্ঞা ক্রিকেটের স্থার্থেই নতুন কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ক্রিকেটের সাথে যক্ত সিংহভাগ মান্য চাইছে. একটি নতুন কমিটি আসুক যারা অস্তত ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থরক্ষা করবে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই নতুন কমিটি গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। শাসক দলের শীর্ষ মহলের সবুজ সংকেত পাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। পরিবর্তনকামীরা দেরি করতে চাইছে না। কারণ অপসারিত সচিব তিমির চন্দ আদালতের রায়ে ফের সচিব পদে বহাল হয়েছেন। ক্রিকেট মহলের আশঙ্কা, এবার সচিব হিসাবে কাজ করতে তাকে বিশেষ

অস্বিধায় পডতে হবে। কারণ তাকে সরিয়েছিলেন তারা আদালতের রায় মানলেও সচিবের কাজের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমনটা যদি হয় তবে ফের আরও বড ধরনের অস্থিরতা গ্রাস করবে রাজ্যের ক্রিকেটকে। তাই খুব দ্রুত যাতে টিসিএ-র একটি নতুন কমিটি গঠন করা যায় তার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ওই প্রভাবশালী নেতা তথা ক্লাব কৰ্তা। সবাইকে তিনি সাথে পেয়েছেন বলে জানা গেছে। কিছ দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও আরও একবার দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। রাজ্যের ক্রিকেটকে স্থিতাবস্থায় আনাই তাদের লক্ষ্য। শুধমাত্র রাজনৈতিক কারণে রাজ্য ক্রিকেটের এমন টালমাটাল অবস্থা তারা দেখতে চান না। জানা গেছে. অধিকাংশ মহকুমা সংস্থাও নাকি

টিসিএ-র কাজকর্মে ক্ষোভ প্রকাশ

করেছে। অ্যাপেক্স কাউন্সিলের

অধিকাংশ সদস্যই গুরুত্বহীন।

টিসিএ-র তরফে কোন সিদ্ধান্ত

নেওয়ার পর বলা হয় যে, অ্যাপেক্স

কাউন্সিলের অনুমতিতেই এটা

হয়েছে। যদিও বাস্তব ঘটনা হলো.

অ্যাপেক্স কাউন্সিলের অধিকাংশ

সদস্য এসব সিদ্ধান্তের কথা জানেই না। অথচ বেমালুম

তাদের নাম বলে দেওয়া হচ্ছে।

কিল্লায় শুরু হলো প্রাইজমানি ফুটবল



প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. উদয়পুর, ৬ অক্টোবর ঃ কিল্লা মর্নিং ক্লাব আয়োজিত প্রাইজমানি নক্আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হলো বুধবার। কিল্লার জৈয়ংবাড়ি মিনি স্টেডিয়ামে আসরের উদ্বোধন করেন রাজ্যের যুব ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী স্শান্ত চৌধরী। এছাডা উপস্থিত ছিলেন জমাতিয়া হদা অক্রা পুলিন্দ্র জমাতিয়া, প্রাক্তন এমডিসি জয়কিশোর জমাতিয়া, সমাজসেবী রথীন্দ্র জমাতিয়া, কিল্লা মর্নিং ক্লাবের সভাপতি তথা কিল্লা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দেববর্মা সহ

২৪ লাখি কোচের ব্যর্থতার দায়ভার কিন্তু

নিতে হবে টিসিএ সভাপতি, যুগ্মসচিবকেই

অন্যান্যরা। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমখি হয় জৈয়ংবাড়ি ইয়ংস্টার বনাম কোয়ারকামী। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটি দারুণভাবে উপভোগ করেন দর্শকরা। ম্যাচে ইয়ংস্টার ২-১ গোলে জয় পায়। প্রধান অতিথি সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ফুটবলের পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে পারলে উল্লেখযোগ্য জায়গায় পৌঁছে যাবো আমরা। শুধু ফুটবল নয়, অন্যান্য খেলাতেও এরাজ্যে অনেক প্রতিভা রয়েছে। এদের তুলে এনে যদি তৈরি করা যায় তবে খেলাধুলায় আমাদের রাজ্য বিশ্বের দরবারে স্থান করে নেবে।

পাশাপাশি তিনি আরও বলেন. আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে চায়। নেশার জগৎ থেকে যুব সমাজকে ফিরিয়ে আনতে হলে খেলাধলায় আরও বেশি উৎসাহিত করতে হবে। স্টেডিয়ামে একটি ওপেন জিম করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন তিনি। কিল্লা থানার বডবাব তথা মর্নিং ক্লাবের সভাপতি বিশ্বজিৎ দেববর্মা-র প্রশংসা করেছেন ক্রীডামন্ত্রী সশান্ত চৌধরী। সরকারি কর্তব্য পালনের পাশাপাশি এলাকার যবকদের নেশা থেকে দরে সরিয়ে রাখতে যেভাবে ফুটবলকে ব্যবহার

৪টি ম্যাচেই ৫০ ওভার খেলতে পারেনি দল

অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েদের ব্যর্থতায় কিন্তু কোচদের দায় এড়ানো ঠিক হবে না

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ব্যাঙ্গালুরু গিয়েছিল। অন্তরা দাসও আগরতলা, ৬ অক্টোবর ঃ হারলে সমালোচনা হবেই। ব্যর্থতা সঙ্গী হলে সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই এবং এটাই প্রত্যাশিত। সদ্যসমাপ্ত অনুধর্ব ১৯ জাতীয় জুনিয়র মহিলা ক্রিকেটে ত্রিপুরার চরম ব্যর্থতা নিয়ে তাই সমালোচনা প্রত্যাশিত। এখানে দায় এড়ানো কিন্তু ঠিক নয়। যা সত্য তা মেনে নিতেই হবে। আজ পাঞ্জাব, ওড়িশা, হিমাচল বা কর্ণাটকের মেয়েরা যে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ভালো খেলেছে তার তো প্রশংসা করা প্রয়োজন। পাঞ্জাব, ওড়িশা, হিমাচল, কর্ণাটক নিশ্চয় বেশি বয়সের বা সিনিয়র মেয়েদের নিয়ে মাঠে নামেনি। তারাও নিশ্চয় অনুধর্ব ১৯ মেয়েদের নিয়েই মাঠে নেমেছে। তারাও গত সিজনে জাতীয় ক্রিকেটে অংশ নেয়নি। সুতরাং শুধু ত্রিপুরাই নতুন মেয়েদের নিয়ে জাতীয় ক্রিকেট খেলতে গেছে তা কিন্তু সত্যি নয়। ত্রিপুরার মতো হয়তো তাদের দলেও নতুন মেয়েই বেশি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তারা সাফল্য পেলো কিন্তু ত্রিপুরা কেন সাফল্য পেলো না? জানা গেছে, ত্রিপুরার সেবিকা দাস ২০১৮ সালেই ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা দলের সদস্য হিসাবে টিসিএ-র জানা নেই কেন? এবার

পরবর্তী সময়ে সিনিয়র দলে ছিল। সেবিকা এবং অন্তরা কিন্তু ২০১৯ সালে জাতীয় জোনাল অনুধর্ব ১৯ ক্রিকেট ক্যাম্পে ছিল। এছাড়া অনুধর্ব ২৩ দলে সেবিকা, অন্তরা সহ কয়েক জন ছিল। সুতরাং ত্রিপুরার অনুধর্ব ১৯ দলের কেউ এর আগে জাতীয় ক্রিকেটে খেলেনি এই তথ্য কতটা সত্য? কেননা জাতীয় ক্রিকেটে না খেললে সেবিকা বা অন্তরা কি করে বোর্ডের জোনাল ক্যাম্পে গিয়ে এসেছে? কেউ যদি নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করার জন্য ভুল বা অসত্য তথ্য সামনে রাখতে চায় তাহলে সমস্যা তাদেরই। এখন যে প্রসঙ্গে আসল আলোচনা প্রয়োজন। ক্রিকেটে হার-জিত থাকবেই। ত্রিপুরার অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েরা এবার ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু আগামীবার যে সফল হবে না তা কে বলতে পারে। কিন্তু আসল যা তা হলো, টিসিএ-র চরম ব্যর্থতা। জাতীয় ক্রিকেটের সূচি ৩ জুলাই ঘোষণা করে বিসিসিআই। কিন্তু ত্রিপুরার প্রস্তুতি শুরু হয় অনেক পরে। আর সেপ্টেম্বর মাসে যে জাতীয় ক্রিকেট শুরু হয় তা সবার জানা থাকলে

অনুধর্ব ১৯ দলের (মেয়েদের) কোচদের প্রসঙ্গে। ত্রিপুরা একমাত্র মিজোরাম ম্যাচ ছাড়া কোন ম্যাচেই কিন্তু ৫০ ওভার ব্যাট করতে পারেনি। শেষ তিনটি ম্যাচে তো নিদারুণ ব্যর্থতা। পাঞ্জাব ম্যাচে ত্রিপুরার মেয়েরা ৫০ ওভারের ম্যাচে ব্যাট করলো ৩৩.২ ওভার। রান উঠলো ৬১। ওড়িশা ম্যাচে ২৯.২ ওভারে ৮ উইকেটে ৫৩ রানের সময় খেলা বন্ধ হয়। শেষ ম্যাচে কর্ণাটকের সামনে ২৫.২ ওভারে মাত্র ৩৯ রান। পাঞ্জাব ও কর্ণাটক ম্যাচে কেন দল এতটা কম ওভার খেললো? বৃষ্টি না হলে ওড়িশা ম্যাচেও একই অবস্থা হতো। তাহলে রাজ্য দল কি প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে গিয়েছিল ? একটা দল যদি ৫০ ওভারের ৫টি ম্যাচের মধ্যে ৪টি ম্যাচেই পুরো ওভার খেলতে না পারে তাহলে কোথায় ছিল রাজ্য দলের প্রস্তুতি? পাশাপাশি রাজ্য দলের ব্যাটিং গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন। তানিশা এক ম্যাচে (প্রতিপক্ষ মিজোরাম) শতরান করার পর শেষ তিন ম্যাচে তো তাকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। ব্যর্থতা আসতেই পারে। তবে ঘটনা হচ্ছে, ব্যৰ্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনের জন্য

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর ঃ মানিক সাহা, কিশোর কুমার দাস-দের ২৪ লাখি চিফ কোচ প্রথম জাতীয় ক্রিকেটেই ফ্লপ মারলেন। অনুধর্ব ১৯ জাতীয় একদিনের ক্রিকেটে ত্রিপুরা তাদের ৫ ম্যাচে হারলো চার ম্যাচেই। বৃষ্টিতে একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত। অর্থাৎ ৫ ম্যাচে হয় শূন্য। যদিও মানিক সাহা এবং কিশোর কুমার দাস-রা রাজ্যের কোচদের প্রতি আস্থা হারিয়ে অবসরে যাওয়ার মুখে বঙ্গ থেকে ২৪ লাখে আমদানি করে এনেছেন গৌতম সোম-কে (জুনিয়র)। যেখানে রাজ্যের কোচদের জন্য ২-৩ লক্ষ টাকা খরচ হতো সেখানে গৌতম সোম-কে (জুনিয়র) নগদেই নাকি ২৪ লক্ষ টাকা। এছাড়া থাকা-খাওয়া, বিমান ভাড়া, ডিএ বাবদ হয়তো আরও ৫-৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচে আনা হয়েছে

সোম-কে (জুনিয়র) ২৪ লক্ষ টাকা বেতন দেখানো হলেও আদতে গৌতমবাবু হাতে কত পাবেন তা নিয়ে নাকি প্রশ্ন উঠছে। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ। এখন প্রশ্ন হচেছ, গৌতম সোম-কে (জুনিয়র) টিসিএ যে ২৪ লক্ষ টাকায় চিফ কোচ করে আনলো তাতে ত্রিপুরা ক্রিকেটের প্রাপ্তি কি? জাতীয় আসরে তো আগের চেয়ে খারাপ ফলাফল। ২৪ লাখি চিফ কোচের ব্যর্থতা কি মানিক সাহা, কিশোর কুমার দাস-দের ব্যর্থতা নয় ? প্রশ্ন, রজত কান্তি সেন, শ্যামল দাস, অলক দেবরায় বা বিশ্বজিৎ পাল-রা কি এর চেয়ে খারাপ কিছু করতেন? তাহলে ২৪ লাখে কেন ভিন্রাজ্যের কোচ তাও জুনিয়র দলের জন্য? অবশ্য নিন্দুকেরা বলেন,রাজ্যের কোচ নিলে তো ২৪ লক্ষ টাকা বিল হতো না আর ২৪ লক্ষ টাকার হিসাবে অন্য কিছু হতো না। সুতরাং নির্দিষ্ট

নেবেন তাকে ২৪ লাখে হয়তো এখানে আনা হয়েছে। জুনিয়র দলের কোচকে ২৪ লক্ষ টাকায় আনা হচ্ছে এই সংবাদেই কিন্তু প্রথম সন্দেহ হয়েছে ক্রিকেট মহলে। তবে ঘটনা হচ্ছে, গৌতম সোম-কে জুনিয়র দলের চিফ কোচ কে বা কারা বেছে নিয়েছিলেন? কে বা কারা জুনিয়র দলের কোচের জন্য ২৪ লক্ষ টাকা খরচে রাজি হলেন? ২৪ লক্ষ টাকায় গৌতম সোম (জুনিয়র) বা ৪০ লক্ষ টাকায় সমীর দিঘে-কে আনার সময় টিসিএ-তে সব সিদ্ধান্ত সভাপতি এবং যুগ্মসচিবের। এখন ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, ২৪ লক্ষ টাকায় কোচ এনেও যদি রাজ্য দলের জয় শূন্য হয় তাহলে টিসিএ-র সভাপতি এবং যুগ্মসচিবের কি উচিত নয় ব্যর্থতার দায়ভার মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করা? যেখানে রাজ্যের কোচ হলে ২-৩ লক্ষ টাকা খরচ হতো সেখানে

সাফল্য শূন্য ? জানা গেছে, ২৪ লক্ষ টাকায় গৌতম সোম (জুনিয়র) বা ৪০ লক্ষ টাকায় সমীর দিঘে-কে আনার ব্যাপারে নাকি টিসিএ-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলের কোন বৈঠক হয়নি। সভাপতি এবং যুগ্মসচিব মিলেই নাকি কাকে কাকে আনা হবে, কাকে কত টাকা দিতে হবে বা দেওয়া হবে তা ঠিক করেছেন। যদিও নিন্দুকেরা বলেন, দুই কোচের পেছনে টিসিএ-র প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে। আর এই ৭৫ লক্ষ টাকা খরচের পেছনে নাকি অন্য রহস্য আছে।টিসিএ-র ৫২ বছরের ইতিহাসে জুনিয়র দলের কোচ ২৪ লক্ষ টাকা বা সিনিয়র দলের কোচ ৪০ লক্ষ টাকা কোন দিন পায়নি। ২৪ লাখি কোচ ফ্লপ। আর তিনি ফুপ মানে টিসিএ-র সভাপতি, যুগাসচিব ফুপ। ক্রিকেট মহল চাইছে, টিসিএ থেকে এবার বিদায়

এসব নিয়েও তারা ক্ষ্র। কিন্তু তৈরি হতেই হবে। গৌতম সোম-কে (জুনিয়র)। জানা নিক ফ্রপ মার্কারা। স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক **অনল রায় টৌধুরী** কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। **ফোনঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫/ ৭০৮৫৯১৭৮৫১**